গাংনীর বামুন্দি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরণের ঘটনায় ১৮ জনকে আসামী করে মামলা

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীতে গতকাল শুক্রবার রাতে একটি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরনের ঘটনায় পুলিশ বাদি হয়ে বিএনপির ১৮জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ওই রাতে গাংনী থানার এসআই ইসরাফিল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এদের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। যার মামলা নং-১২।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- মোঃ শাহ্ আলম (৩৫), পিতাঃ মোঃ আয়ুব আলী,
২। মোঃ শাওন (৪৫), পিতা- মৃত ফজলুল হক, ৩। মোঃ মহিবুল ইসলাম পলাশ (৫০), পিতা- মৃত বদরুল আলম (ভাদু), সর্ব সাং- নিশিপুর, ৪। মোঃ আশরাফুল ইসলাম (৩৫), পিতা- মৃত আজিজুল হক, সাং- বামন্দী, ৫। মোঃ আব্দুল হক (৪০), পিতা- মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সাং- বেতবাড়িয়া সরদারপাড়া, ৬। মোঃ মনিরুজ্জামান (৫৪), পিতা- মোঃ তাজের আলী মোল্লা, সাং- কাড়াইগাছি, ৭। মোঃ কামরুজ্জামান (৪৭), পিতা- মৃত আব্দুর রহমান, সাং- গাড়াবাড়িয়া এবং তদন্তপ্রাপ্ত সন্ধিগ্ধ আসামী হিসেবে গ্রেফতার করেন ৮। আমানুর রহমান আমল ◌ু(৫২), পিতা-মৃত আইয়ুব ফকির,সাং-সাহারবাটি। গ্রেফতারকৃত আসামীদের শনিবার সকালে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্যঃ শুক্রবার রাত আটটার দিকে গাংনীর বামন্দীর একটি মাদ্রসায় ককটেল বিষ্ফোরণের ঘটেনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিষ্ফোরণের পর পুলিশের অভিযান শুরু হয়। এবং ৮জনকে আটক করা হয়।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বামন্দীর একটি মাদ্রাসায় গোপন বৈঠক করছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি গেলে একটি ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। এসময় সেখান থেকে নেতাকর্মীরা পালিয়ে

যায়। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (রামদা) এবং লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়েছিল।

এদিকে উক্ত ঘটনা সাজানো বলে দাবী করে উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দরা জানান, দেশব্যাপি বিএনপির তৃণমুল পর্যায়ে পদযাত্রার হবে গতকাল শনিবার। বিএনপির পক্ষ থেকে এই পদযাত্রা না করতে পারে সেজন্যই গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। গ্রেফতার আতংকে বিএনপির কর্মী সর্মকরা ঘর ছাড়া হয়ে আতংকিত রয়েছেন বলেও উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে।

গাংনীতে মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরণ,৫টি ককটেল ও দেশিয় অস্ত্রসহ আটক-৬

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীর একটি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরনের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত আটটার দিকে বিষ্ফোরণের পর পুলিশের অভিযান শুরু করে পুলিশ।

আটক কৃতরা হলো- বামুন্দির মৃত ফজলু মেলেটারর ছেলে আব্দুল আল হাসান(৩০),ভোদরুল আলমের ছেলে মহিবুল হক পলাশ(৪২),নিশিপুর গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে শাহ আলম(৩৫),বামুন্দি সেন্টার পাড়ার আজিজুলের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৩২),বেতবাড়িয়া গ্রামের মোফাজ্জেলের ছেলে আব্দুল হক(৩৫) ও কড়ইগাছি গ্রামের তাজ্জব আলীর ছেলে মনিরুজ্জামান(৩৭) এরা সকলেই বিনপি’র সর্ম্থক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বামন্দীর দাখিল মাদ্রাসায় গোপন বৈঠক করছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি গেলে একটি

ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। এসময় সেখান থেকে বৈঠককারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (রামদা) এবং লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে । তবে আটককৃতদের দলীয় কোন পদ পদবী আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, ককটেল বিষ্ফোরণ ও ককটেল উদ্ধারের ঘটনায় মামলা দায়ের প্রক্রিয়া শেষে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীর সাহারবাটি ও নওয়াপাড়ার চার প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ও নওয়াপাড়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করে চার ব্যবসায়ীর নিকট থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২ টার সময় মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।
অভিযানে হোটেল, মুদিখানা, ফলের দোকানসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় নওয়াপাড়া বাজারে মেসার্স খুশি মিষ্টান্ন ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরি ও বিক্রয়ের অপরাধে এর মালিক মোঃ শিমুলকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ১ হাজার টাকা, মেসার্স ভাই ভাই মিষ্টান্ন ভাণ্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকরভাবে মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার তৈরি, ফ্রিজে রেখে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে মালিক মোঃ রহিদুল ইসলামকে ৪৩ ও ৫১ ধারায় ৬ হাজার টাকা, মেসার্স রকিবুল ফল ভান্ডারের মালিক মোঃ রকিবুল ইসলামকে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য দোকানে সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের অপরাধে ৫১ ধারায় ১ হাজার টাকা, মেসার্স আরিফ স্টোরের মালিক মোঃ আরিফুল ইসলামকে একই অপরাধে ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম ও গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

গাংনীতে জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসুচী বিষয়ক অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ থেকে জলাতঙ্ক নির্মুলের লক্ষ্যে ব্যপকভাবে কুকুরের টিকাদান(এমডিভি) কার্যক্রম ২০২৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা(ইউএইসএফপিও) সুপ্রভা রানীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী।

জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসুচী,রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা,সিডিসি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আয়োজিত অবহিতকরণ সভায় ডাক্তার মুক্তার আলী জলাতঙ্ক বিষয়ক সকল তথ্য তুলে ধরেন। সভায় মেডিকেল অফিসার ডা.সুমাইয়া ইসলাম, গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দি,গাংনী উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যানবৃন্দ,উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক,স্বাস্থ্য সহকারিগন উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন,জলাতঙ্ক একটি ভয়ংকর মরণব্যাধি,এরোগে মৃত্যুর হার শতভাগ। পৃথিবীতে কোথাও কোথাও প্রতি ১০ মিনিটে একজন এবং প্রতি বছেও প্রায় ৫৯ হাজার মানুষ জলাতঙাক মারা যায়। এ রোগ মুলত কুকুরের কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। এছাড়াও বিড়াল,শিয়াল,বেজি, বানরের আঁচড়ের মাধ্যমেও এ রোগ হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রতিবছরে ৫ থেকে ৬ লক্ষ মানুষ কুকুর,বিড়াল বা শিয়ালেন কামড় বা আঁচড়ের শিকার হয়ে থাকে। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। এছাড়াও প্রায় ২৫ হাজার গবাদি প্রাণী এ রোগের শিকার হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ২০১০ সালের আগে প্রতি বছল প্রায় ২০০০ মানুষ জলাতঙ্ক আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। এবং একটি উল্লেখযোগ্য গবাদী প্রাণী এ রোগে আক্রান্তে শিকার হয়ে থাকে।

২০১৬ সালের মধ্যে জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগীর সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়ে আনা এবং ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জলাতঙ্ক মুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বকর্মসুচী বাস্তবায়ন চলছে। এরই অর্শ হিসিবে বাংলাদেশের সকল মোট ৬৭টি জলাতঙ্ক নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত রোগীর আধুনিক ব্যবস্থাপনা এবং জলাতঙ্ক প্রকিরোধী টিাক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের এক তথ্যে জানাগেছে,২০১০ সাল থেকে ২০১২ ইং সাল পর্যন্ত সারাদেশে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত রোগী আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২১৪৭ থেকে ১৪৪৫ এ নেমে এসছে। এবং এ সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালেও এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যঅ পুর্বেও তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চলমান এসকল কার্যক্রমের পাশাপাশি কুকুরের কামড়ের আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু রেখে ব্যপক হােও কুকুরের টিকাদান কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের সকল কুকুরকে ৩ রাউন্ড টিকা প্রদান করা গলে জলাতঙ্ক নির্মূল করার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

গাংনীতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

গাংনী সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পাথর, বালু ও রডের মান নিম্ন। তাছাড়াও পাথর বালুর মিশ্রণ সঠিক নয়। এ সব অনিয়মের কারণে মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের এমপি সাহিদুজ্জামান নির্মাণ কাজ বন্ধ করে

মালামাল সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। এর মধ্যে ওই পাথর বাদ দিয়ে কালোপাথর দিয়ে কাজ শুরু করতে বলায় নতুন করে কালো পাথর আনা হয়েছে কিন্তু কালো পাথর ব্যবহারের নির্দেশনা নেই। তবে ব্যবহারের অযোগ্য মৃত পাথরগুলো সরানো হয়নি। তাছাড়াও যে রডের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তা এমপি সাহের অনুমতি নিয়ে বিশেষভাবে কাজ চলছে। পরবর্তীতে নতুন করে রড আনা হবে।
শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাদ্দাম হোসেন বালু ওয়াশ করা হয়েছে বলে দাবী করে জানান, নিয়মানুযায়ি কাজ করা হচ্ছে তবে নিম্নমানের পাথর সরিয়ে নেয়া হবে। তাছাড়া সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের নির্দেশে কালো পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বালু পাথর ও সিমেন্টের আনুপাতিক হার সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, স্টেডিয়াম নির্মানে কোন দুর্ণীতি সহ্য করা হবে না। সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

বন্ধ কাজ পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে সাহিদুজ্জামান খোকন এমপির কাছে জানতে চাইলে তিনি জানান, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ শুরুর কারণে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান পাথর ও বালু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানানোর পর কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে। তবে যেহেতু রড গেঁথে তার কাজ শুরু করা হয়েছে সেটি পরিবর্তন সহজ নয় এবং পরে উন্নত মানের রড ব্যবহারের শর্ত দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে পিকনিকের বাস উল্টে আহত ৩০

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে গাংনী উপজেলার তেরাইল নামক স্থানে পিকনিকের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নারী ও শিশুসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ১২ জনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রুত গতিতে চলার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে উল্টে গেছে বলে স্থানীয়দের ধারণা।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রাম থেকে নারী, পুরুষ আর শিশু মিলে ৩৭ জন যাত্রী নিয়ে হাসান পরিবহন নামের একটি বাস (যার নম্বর মেহেরপুর জ -০৪-০০১৬) নাটোরে পিকনিকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বাসটি দ্রুত গতিতে তেরাইল ডিগ্রি কলেজের কাছে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারায়। এসময় বাসটি সড়কের পাশে উল্টে পড়ে। বাসের ভেতর থাকা যাত্রীরা বাসের মধ্যে আটকে ছিলেন। বামন্দী ফায়ার সার্ভিসের একটি দল স্থানীয়দের সহায়তায় আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
আহতদের মধ্যে রাজনগর গ্রামের একই পরিবারের চারজনসহ ১২ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসাধীন আহতরা হলেন- দেলোয়ার হোসেন (৩৫) ও তার স্ত্রী খাজিরন নেছা (৩০), মেয়ে সুমাইয়া (১০) ও সামিয়া (৫), একই গ্রামের জুই খাতুন (৭), জোবাইয়া (৪), লিমা খাতুন (২৯), পলি খাতুন (৪০) ও তার ছেলে সম্রাট (১৮), চামেলী খাতুন (৩০), মুক্তি খাতুন (২৯) ও সুরমান আলী (৪০)।

বামন্দী ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের টিম লিডার ইছাহাক আলী বলেন, বাস উল্টে যাত্রীরা আটকে পড়েছিলেন। বাস যাত্রীদের বেশিরভাগ আহত হয়েছেন। বাস ফেলে পালিয়ে গেছে চালক ও হেলপার।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার আব্দুল্লাহ আল মারুফ জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বাসটি হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে। বাসের চালকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

গাংনীতে সড়কে শৃঙ্খলার দাবিতে মানববন্ধন

“সড়কে দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু, আমরা আর দেখতে চাই না” এই শ্লোগানে সড়কের শৃঙ্খলার দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টার গাংনীর কাথুলী মোড়ে আইন সহায়তা কেন্দ্র ফাউন্ডেশন(আসক) এর উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আসক সভাপতি রফিকুল ইসলাম পথিক এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম,কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ, সহ-সভাপতি গোলাম মহাম্মদ, করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিমছার আলী ও মাহাবুব।

মানববন্ধনে বক্তারা গাংনী উপজেলা শহরের ৩টি পয়েন্টে ট্রাফিক পুলিশী ব্যবস্থা,সড়কে অবৈধ যানবাহনের সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরি, যেসব যানবাহনের নেম প্লেট নেই তা নির্ণয় করে নাম্বার টানানোর ব্যবস্থা,রাস্তার পার্শে হাটবাজার উচ্ছেদ শহরের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ পূর্বক সড়কে পথচারীদের নিরাপদে চলাচল নিশ্চিত করা,১৮ বছরের নিচের বয়স এমন ছেলেদের দ্বারা মোটরসাইকেল চালনা নিষিদ্ধ করা।

একইসাথে গত ২৩ জানুয়ারি ড্রাম ট্রাকের চাপায় করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শামীমা ইসলাম কনা নিহতের ঘটনায় ট্রাকটি শনাক্ত করে চালককে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়।

গাংনীতে ফেন্সিডিলসহ শিশু আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫০ বোতল ফেন্সিডিলসহ সাজিদ আলী (১৪) নামের এক ইজিবাইক চালককে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল

শুক্রবার(০৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাকে আটক করে।আটককৃত সাজিদ আলী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের মধ্যপাড়ার শাহাজামাল আলীর ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, উপজেলা রামনগর গ্রাম দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভবানীপুর ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই জহির রায়হান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে ৫০বোতল ফেন্সিডিলসহ ইজিবাইক চালক সাজিদ আলীকে আটক করে। এসময়মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ইজিবাইকটিতে তল্লাশি করে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে ।

তিনি আরো জানান,আটককৃত সাজিদ আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা পূর্বক আদালতে পাঠানো হবে । সাজিদের ইজিবাইকটি জব্দ করা হয়।

গাংনীতে গ্রামীণ খেলাধুলা অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা চেংগাড়া সরকারী প্রথামিক বিদ্যালয় নবম বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা শুক্রবার সকাল দশটা থেকে “যেমন খুশি তেমন সাজো” ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দিন ব্যাপি প্লেট র্মাবেল উত্তোলন,ইট পায়ে হাটা,ঘরে বাইরে,চেয়ারে বসা. গুপ্ত ধন,অংক দৌড়, বন্ধ চোখে হাসঁ ধরা,ডিগবাজী, বস্তার উপরে বসে বস্তায় টানাদৌড়,বালিতে ঝুলিয়ে বল নিক্ষেপ,গামলার ভিতরে বেলুন ফোঁটানো,পিঠে হাড়ি ভাঙ্গা,স্বামীর পেটে স্ত্রীর বল নিক্ষেপ,(স্বামী স্ত্রী) দড়ি টানাটানি,হাড়ি ভাঙ্গা,আস্তে আস্তে মটর সাইকেল চালোন,মেরুদন্ড শক্তির পরিক্ষা, তেলাক্ত কলা গাছ,বালিশ লড়াই, সাবানা মাখা প্রতিযোগিতা,অন্ধভাবে পথ চলা, এছাড়ও রয়েছে নতুন আকর্ষনীয় সব ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলাগুলো স্মৃতি ধরে রাখার জন্য চেংগাড়া গ্রামের যুব সমাজ এই আয়োজন করেন।

শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতা পরিচলানা কমিটির জান মোহাম্মদ মিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক,বিশেষ অতিথি ছিলেন ষোলটাকা ইউপির চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন(পাশা),সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান,গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা রেজা,গাংনী প্রেক্লাবের জ্যোষ্ঠ সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ,ষোলটাকার ছয় নং ওর্য়াড মেম্বর আবদø কুদ্দস প্রমুখ।

আয়োজক কমিটির সভাপতি জান মোহাম্মদ মিন্টু বলেন, গ্রামীন খেলা ধুলাকে ধরে রাখার জন্য এই খেলাধুলার আয়োজন। এই খেলা প্রতিবছর আয়োজন করি। কোভিড এর কারনে দুই বছর হয়নি। ১১ বছরে ধরে এই খেলাধুলা চালিয়ে আসেছেন চেংগাড়া গ্রামের লোকজন। দূর দুরন্ত থেকে এখানে খেলা উপভোগ করতে আসেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষ তারা উপভোগ করে এবং আনন্দ পাই।

চেংগাড়া গ্রামের ইলাইহি বক্রা (৯৫)বছরে বৃদ্ধা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কন্ঠে জানান, গ্রামের খেলাধুলা নাম শোনে খুবই আনন্দ লাগলো আসতে কষ্টে হলে,আসতে পেরে খেলা দেখেতে পেরেছি এটাই অনেক আনন্দ। ,হরেক রকমের খেলাধুলা আমার খুবই পছন্দ বলে জানান।

গাংনী ফতাইপুর গ্রাম থেকে খেলা দেখতে আসা আব্দুল কুদ্দস আলী (৭৯) আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ঘরে বসে খেলাধুলা করে। আমাদের নাতিপুতিরা বাবা এই সব খেলাধুলার নামেই জানে না।

ফিল্টে বসে খেলা দেখার মজা আলাদা বলে জানান ষষ্ট শ্রেণীর শিক্ষার্থী চেংগাড়া গ্রামের খেলা দেখতে আসা মাইশা আক্তার জানান,গ্রামীণ খেলাগুলো দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। তাই হাড়াভাঙ্গা গ্রাম থেকে এসছি আহ! বাবা মা‘র শৈশব কাল কতই না স্ন্দুর ছিলো। এটাও অনুভাব করছি আহরে কতো না সুন্দর ছিলো কিশোর আর শিশু কাল তাদের। গ্রাম বাংলার এ এক অপূর্ব নিদর্শন কালের গর্ভে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে এই খেলাধুলা,হারিয়ে যাচ্ছে শিশু দের দুরন্তপনা।

বক্তারা বলেন, আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলা গুলোর আজ বিলপ্তির পথে গ্রামীণ খেলাগুলো অস্তিত্ব খুজেঁ পাওয়াই কঠিন। আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া গ্রাম বাংলার খেলাধুলা আজ রুপকথার ন্যায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শতাধিক গ্রামীণ খেলাধুলার প্রচলন ছিলো। কালের বির্বতনে দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। স্মার্টফোন,

ল্যাপটপ,ডেস্কটপে ভিডিও,এসব খেলার কারনে গ্রামীণ খেলা গুলো বিলপ্তির পথে বলে মনে করেন

গাংনীর সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশের ৫৭তম জন্মদিন পালন

০২ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সিনিয়ার সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশ’এর ৫৭ তম জন্মদিন। এই দিনে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের কুঞ্জনগর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন ।

পিতা মৃত আব্বাছ আলী ও মা মৃত মালেকা বেগমের সন্তান তিনি। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে চাকুরি শেষে আসেন সাংবাদিকতার এই মহান পেশায়। সমাজের নানা অসংগতি,দুর্নিতি,অনিয়মের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন নির্দিধায়। সেত্যের সাথে সন্ধি করে মিথ্যার পরাজয়ে কাজ করেছেন পেশায় ২৮ বছর ।

সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত হয়ে স্থানীয় ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা করে চলেছেন বয়সের এ পর্যায়ে এসে। বেসরকারি টেলিভিশনেও প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এখনো পেশাগত দায়িত্ব পালনে তারুন্যের ছাপ আছে শরীরে। চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক খাস খবর পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দির্ঘদিন। সেসময় নিষিদ্দ ঘোষিত লাল পতাকা,জনযুদ্ধ,কমিউনিষ্ট,পুর্ববাংলা এমন লোমহর্ষক সন্ত্রাসী বাহিনীদের বিরুদ্ধে জীবনের ঝুকি নিয়ে কলম চালিয়েছেন একের পর এক। লিখেছেন মানব হত্যার নানা গল্প। নিষিদ্ধ বাহিনীদের হাতে খন্ড খন্ড লাশের ছবিিও তুলেছেন। এভাবে জীবনের সব টুকু উজাড় করে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণে। নিজের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানোর মত মফস্বল সাংবাদিকতা পেশায় থেকেও সব টুকু উজাড় করে দেয়ার চেষ্টা করা মানুষটি মজনুর রহমান আকাশ। লিখেছেন ব্যার্থ প্রেমের ছোট গল্প ও নানা ধরনের ছোট বই।

১৯৯৫ সালে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশের বার্তা পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন মজনুর রহমান আকাশ। গাংনী প্রেসক্লাবে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধায় গাংনী প্রেসক্লাবের কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

এ সময় গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদে দৌলা রেজা, সাবেক সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীসহ প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ ও সিনিয়র সাংবাদিক মজনুর রহমান আকাশের সহকর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন